বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য

গবেষণা সন্দর্ভের সারাংশ (Abstract)

শিকার সেকালে শৌর্যবীর্যের প্রতীক ছিল; ভারতে নিষিদ্ধও থাকেনি; তবুও প্রশ্ন জাগে—শিকারের মতো রক্তাক্ত হত্যাখেলাকে নিয়ে কেন বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে অসংখ্য শিকার-সাহিত্য রচিত হচ্ছে? এর পেছনে কি ছিল দেশ-কাল-সমাজের কোনও প্রভাব? বর্তমান গবেষণায় এর উত্তর খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কিশোরপাঠ্য নবোদ্ভূত এই শিকার-সাহিত্যবর্গটির উদ্ভব, বিকাশ, বিবর্তনের ইতিবৃত্তটিও দেখা হয়েছে।

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ভারতে শিকারের ধারাবাহিক ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক কালে শিকারের গুণগত মাত্রাবদল। ইংরেজদের শিকারপ্রীতি, শিকার-সাহিত্য চর্চা বাঙালিকেও (শিকারি ও সাহিত্যিক উভয়কেই) কীভাবে শিকার বিশেষত শিকার-সাহিত্য চর্চায় এমনকি বাংলায় ছোটোদের জন্যও তা রচনায় উদ্বুদ্ধ করছে—দেখান হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই শিকার-সাহিত্যবর্গটি অবশ্য অচিরেই লাভ করেছে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য। তৃতীয় অধ্যায়ে শিকার-সাহিত্যগুলির ক্রমে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অঙ্গ হয়ে ওঠা ও তাতে ধরা থাকা বাঙালির জাতীয়তাবাদী বহুমাত্রিক এষণাগুলির তত্ত্বতালাশ করা হয়েছে। বাঙালির মেয়েলি, ভীরু, কাপুরুষ কলঙ্কমোচনের জন্য তুলে ধরা বীর শিকারি-নায়কের নিদর্শনগুলি এখানে খতিয়ে দেখা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিকার-সাহিত্যগুলিতে অনুসন্ধান করা হয়েছে মেয়েদের ভূমিকার। পঞ্চম অধ্যায়ে শিকার-সাহিত্যগুলির বৈচিত্র্য, সেগুলির রচনার উদ্দেশ্য ও মুখ্য প্রবণতাগুলি—প্রধান আলোচ্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে শিকার-সাহিত্যের উপাদানগুলি—পশুপাখি-প্রকৃতির বর্ণনা, অরণ্যলগ্ন মানুষ-শিকার সহায়কদের কথা, শিকারির মানসিক টানাপোড়েন, আত্মসমালোচনা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি। সপ্তম অধ্যায়ে শিকার-সাহিত্যে খোঁজা হয়েছে বিকল্প বয়ানের। শিকারের হাসির গল্প, শিকারকেন্দ্রিক মিশ্র সাহিত্যসংরূপগুলির বিচারের সঙ্গে সঙ্গে শিকার-সাহিত্য বর্গটির বিবর্তন (শিকারের বদলে ক্রমে অরণ্যপ্রেম-অরণ্যানুভূতির ও সংরক্ষণের প্রাধান্য) এখানে মুখ্য আলোচ্য।

বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।